সংবাদ

তারিখ 15 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শিক্ষায় বরাদ্দ কমেছে ১১২ কোটি টাকা : ক্ষতিগ্রস্ত হবে অবকাঠামো খাত

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

এবার বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমানোর কারণে দেশের শিক্ষার অবকাঠামো খাত সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আগের বাজেটের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ কমেছে। ঋণের সুদের ঘানি টানতে গিয়ে বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে সরকার। আগের বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকলেও নয়া বাজেটে বরাদ্দের দিক দিয়ে ২য় স্থানে নেমে এসেছে এটি। এবার সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে দেশী-বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধে। মোট ১২ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা যাবে ঋণ পরিশোধ করতে। এরপর রয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত।

অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে এবার শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট ১২ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১২ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগের বাজেটের চেয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ কমেছে ১১২ কোটি টাকা। শুধু যে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ কমেছে এমন নয় আনুপাতিক হারেও বরাদ্দ কমেছে। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের মতে, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে গত ৩৬ বছরের মধ্যে আনুপাতিক হারে সর্বনিম্ন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবার বাজেটে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য এবার শিক্ষা খাতে মোট বাজেটের ১২ দশমিক ৩ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ আগের অর্থবছরে (২০০৭-০৮) এ খাতে বরাদ্দ ছিল মূল বাজেটের ১৪.৫ শতাংশ। আর ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ।

শিক্ষা বাজেট কমানোয় সবটুকু চাপ পড়েছে গিয়ে উন্নয়ন বাজেটে। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে এবার আগের অর্থবছরের চেয়ে ২১৫ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয়

কমেছে : পৃ: ১১ ক: ৭

কমেছে : বরাদ্দ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কমেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে যেখানে উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৩ হাজার ৭১০ কোটি টাকা, এবার সেখানে বরাদ্দ কমিয়ে ৩ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বরাদ্দ কম থাকায় শিক্ষার উপকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবার কম হবে। তবে উন্নয়ন ব্যয় কমলেও বেড়েছে অনুন্নয়ন ব্যয়। আগের বারের চেয়ে ১০৩ কোটি টাকা বেড়েছে অনুন্নয়ন ব্যয়। আগের বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ৮ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে এর আকার হয়েছে ৮ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন ব্যয়ের বেশিরভাগই ব্যয় হবে সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন-ভাতায়। সরকার এবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করেছে। এজন্য অনুন্নয়ন ব্যয় না বাড়িয়ে কোন উপায়ও ছিল না অর্থ উপদেষ্টার। তবে এর পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়ে বাজেটে কোন দিকনির্দেশনা না থাকায় শিক্ষা খাতে বৈষম্য সৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শতকরা হিসেবে দেশের মোট ৯৮ ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বাজেটের বাইরে রেখে শিক্ষা খাতে কোন ভাল কিছু আশা করা যায় না বলে মনে করেন তারা।

অর্থনীতি সমিতির সভাপতি কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ যাই হোক এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য দূর করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা প্রাথমিক ও গণশিক্ষার কতগুলো সমস্যা চিহ্নিত করে বাজেটে এগুলোর ব্যাপারে নজর দিতে বলেছিলাম। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে এসব ব্যাপারে কোন দিকনির্দেশনা নেই। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচুর বৈষম্য রয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের পেছনে মোট ব্যয়ের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ খরচ করতে হচ্ছে অভিভাবকদের। আবার বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের বেতন সরকারি শিক্ষকদের অর্ধেক। শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের প্রভাব পড়বে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি বলেন, শিক্ষাকে কোন অবস্থাতেই অবহেলা করা যাবে না, এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানে নজর দিতে হবে। সরকার বরাদ্দ যাই দিক না কেন তা বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে।

বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় আগের বাজেটের চেয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে তবে সামগ্রিক হিসেবে এ খাতে অনুন্নয়ন ব্যয় কমেছে। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মোট ৫ হাজার ৭০০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ২ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৩ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ২ হাজার ২৮০ কোটি টাকা।

আগের বাজেটের চেয়ে এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ কমেছে ১৯৪ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট ৬ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৫ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ৯৮৯ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরে ঐ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৫ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা।

অন্যদিকে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে এবার মোট ২৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২৫ কোটি টাকা অনুন্নয়ন ব্যয় এবং ১৩৭ কোটি উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগের অর্থবছরে এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২২৯ কোটি টাকা। ওই বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল ১১৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ছিল ১১৪ কোটি টাকা।

সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমলেও এবার বাজেটে কিছু ভাল উদ্যোগও রয়েছে। ছাত্রী বৃত্তির পাশাপাশি এবার ছাত্রদের জন্যও উপবৃত্তির ঘোষণা দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। ১২১টি উপজেলায় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য এ উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হবে। এছাড়া যে সব উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই সেখানে ১টি করে মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে এমন দু-একটি উদ্যোগ সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাতে কোন ভাল ফল বয়ে আনবে না বলে মনে করেন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতা কাজী ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, বারবার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের ঘোষণা দেয়া হলেও তৃণমূল পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন হয় না। সরকার মুখে যতই বলুক মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা আসলে বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই। বাজেটে শিক্ষা গবেষণা খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ নেই, মানুষকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে যে শিক্ষক, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য কোন বরাদ্দ নেই। এমন কি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ালেও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাপারে এ বাজেটে কোন ঘোষণা নেই। তিনি বলেন, দেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বাজেটের বাইরে রেখে শিক্ষাখাতে কোন ভাল কিছু আশা করা যায় না।